



# লাইরোজেন

প্রিগাবালিন বিপি

Everest

## উপাদান

**লাইরোজেন সিআর ৮-২.৫ ট্যাবলেটঃ** প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে প্রিগাবালিন বিপি ৮-২.৫ মি.গ্রা.।

**লাইরোজেন সিআর ১৬৫ ট্যাবলেটঃ** প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে প্রিগাবালিন বিপি ১৬৫ মি.গ্রা.।

**লাইরোজেন ২৫ ক্যাপসুলঃ** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে প্রিগাবালিন বিপি ২৫ মি.গ্রা.।

**লাইরোজেন ৫০ ক্যাপসুলঃ** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে প্রিগাবালিন বিপি ৫০ মি.গ্রা.।

## ফার্মাকোলজি

প্রিগাবালিন প্রতিবন্ধকতাকারী নিউওরেট্রান্সমিটার গামা অ্যামাইনো বিউটাইরিক এসিড (গাবা) এর একটি কাঠামোগত উপজাত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে টিস্যুর আলফা ২-ডেল্টা সাইট (ভোল্টেজ-গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলের একটি সহায়ক উপএকক) এর সাথে এটি অধিক আকর্ষনে বন্ধন তৈরি করে।

## নির্দেশনা

প্রিগাবালিন ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এবং পোস্ট হার্পেটিক নিউরালজিয়াতে নির্দেশিত। বয়স্কদের জন্য এটি পার্শ্বিয়াল অনসেট সিজারে সংযোজিত চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত। ফাইব্রোমায়ালজিয়া ও স্নুয়দ্রা কান্ডের ক্ষত জনিত নিউরোপ্যাথিক বাথা ব্যবস্থাপনায়ও এটি ব্যবহার করা হয়।

## মাত্রা এবং সেবনবিধি

### লাইরোজেন সিআর ট্যাবলেটঃ

লাইরোজেন সিআর ট্যাবলেট প্রতিদিন একবার সন্ধ্যার খাবারের পরে সেবন করা উচিত। লাইরোজেন সিআর ট্যাবলেট সম্পূর্ণ গিলে ফেলা উচিত; ট্যাবলেট বিভক্ত, চূর্ণ বা চিবানো উচিত নয়।

### লাইরোজেন সিআর ট্যাবলেটের ডোজঃ

নির্দেশনা	মাত্রা	প্রারম্ভিক মাত্রা	সর্বোচ্চ মাত্রা
ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি	প্রতিদিন একটি ডোজ	প্রতিদিন ১৬৫ মি.গ্রা.	১ সপ্তাহে প্রতিদিন ৩৩০ মি.গ্রা
পোস্ট-হার্পেটিক নিউরালজিয়া	প্রতিদিন একটি ডোজ	প্রতিদিন ১৬৫ মি.গ্রা.	১ সপ্তাহে প্রতিদিন ৩৩০ মি.গ্রা. সর্বোচ্চ প্রতিদিন ৬৬০ মি.গ্রা.

### লাইরোজেন ক্যাপসুল হতে লাইরোজেন সিআর ট্যাবলেট রূপান্তরিত হওয়ার ডোজঃ

প্রিগাবালিন এর মোট দৈনিক ডোজ (প্রতিদিন ২ বা ৩ বার)	প্রিগাবালিন সিআর এর দৈনিক ডোজ (প্রতিদিন ১ বার)
প্রতিদিন ৭৫ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৮-২.৫ মি.গ্রা.
প্রতিদিন ১৫০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ১৬৫ মি.গ্রা.
প্রতিদিন ২২৫ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ২৪৭.৫ মি.গ্রা.*
প্রতিদিন ৩০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৩৩০ মি.গ্রা.**
প্রতিদিন ৪৯৫ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৪৯৫ মি.গ্রা.***
প্রতিদিন ৬০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৬৬০ মি.গ্রা.****

### ব্লকের কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে প্রিগাবালিন সিআর এর মাত্রা ঃ

ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়ারেস (মি.লি./ মিনিট)	প্রিগাবালিন সি আর এর দৈনিক ডোজ (মি.গ্রা./ দিন)	মাত্রা
≥৬০	১৬৫ ৩৩০** ৪৯৫*** ৬৬০****	দিনে ১ বার
৩০-৬০	৮-২.৫ ১৬৫ ২৪৭.৫** ৩৩০**	দিনে ১ বার
≤৩০ অথবা ডায়ালাইসিস	নির্দেশিত নয়	

\*২৪৭.৫ মি.গ্রা. = ৩ x ৮-২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ১ বার।

\*\*৩৩০ মি.গ্রা. = ২ x ১৬৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ১ বার।

\*\*\*৪৯৫ মি.গ্রা. = ৩ x ১৬৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ১ বার।

\*\*\*\*৬৬০ মি.গ্রা. = ৪ x ১৬৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ১ বার।

## লাইরোজেন ক্যাপসুলঃ

ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির সাথে সংগঠিত নিউরপ্যাথিক ব্যাথাঃ যে সব রোগীদের ক্রিয়াটিনিন ক্রিয়ারেস প্রতি মিনিটে ৬০ মি.লি. তাদের ক্ষেত্রে প্রিগাবালিন এর সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা হল ১০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার (দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা.)। কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে দিনে ৩ বার ৫০ মি.গ্রা. ওষুধ সেবন শুরু করা উচিত, যা পরে দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পোস্ট-হার্পেটিক নিউরালজিয়াঃ যে সব রোগীদের ক্রিয়াটিনিন ক্রিয়ারেস সর্বনিম্ন ৬০ মি.লি./মিনিট তাদের ক্ষেত্রে প্রিগাবালিন এর মাত্রা হল ৭৫-১৫০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার অথবা ৫০-১০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার (দৈনিক ১৫০-৩০০ মি.গ্রা.)। দৈনিক ৭৫ মি.গ্রা. করে ২ বার অথবা ৫০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার সেবন করা উচিত যা কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে এক সপ্তাহের মধ্যে ৩০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

পার্শ্বিয়াল অনসেট সিজার এর সংযোজিত চিকিৎসায়ঃ গ্রাণ্ড বয়স্কদের পার্শ্বিয়াল অনসেট সিজারে প্রিগাবালিন এর দৈনিক মাত্রা ১৫০-৬০০ মি.গ্রা. এবং দৈনিক সর্বমোট মাত্রাকে বিভক্ত করে ২ বার অথবা ৩ বার। সাধারণভাবে এটি সুপারিশকৃত যে রোগীকে দৈনিক সর্বমোট সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা. (৭৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার অথবা ৫০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার) মাত্রায় প্রদান করা উচিত। প্রত্যেকে রোগীর ক্রিয়া এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। ফাইব্রোমায়ালজিয়া ব্যবস্থাপনায়ঃ ফাইব্রোমায়ালজিয়াতে প্রিগাবালিন এর মাত্রা হল দৈনিক ৩০০-৪৫০ মি.গ্রা.। দৈনিক ৭৫ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার (১৫০ মি.গ্রা.)

সেবন শুরু করা উচিত, যা ওষুধের কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে এক সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক ১৫০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যে সব রোগীর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপশম পরিলক্ষিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রতিদিন ২ বার ২২৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত (দৈনিক ৪৫০ মি.গ্রা.) বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

খাবার সেবনের সাথে প্রিগাবালিন এর কার্যকারিতার কোন সম্পর্ক নেই।

### ব্লকের কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে প্রিগাবালিন এর মাত্রাঃ

ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়ারেস (মি.লি./মিনিট)	দৈনিক মোট প্রিগাবালিন মাত্রা (মি.গ্রা./দিন)*	দৈনিক মাত্রা
৬০	১৫০ ৩৩০ ৪৫০ ৬০০	২ বার/ ৩ বার
৩০-৬০	৭৫ ১৫০ ২২৫ ৩০০	২ বার/ ৩ বার
১৫-৩০	২৫-৫০ ৭৫ ১০০-১৫০ ১৫০	১ বার/ ২ বার
<১৫	২৫ ২৫-৫০ ৫০-৭৫ ৭৫	১ বার

\* নির্দেশনা অনুযায়ী মোট দৈনিক মাত্রাকে বিভক্ত করে মি.গ্রা./মাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

## প্রতিনির্দেশনা

প্রিগাবালিন বা এর কোন উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীল হলে এই ওষুধটি নির্দেশিত নয়।

## সতর্কতা ও সাবধানতা

প্রিগাবালিনের সেবন হঠাৎ বন্ধ করে দিলে তা অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, মাথাব্যথা অথবা ডায়রিয়ার মত উপসর্গ তৈরি করতে পারে। তাই এর সেবন ধীরে ধীরে এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করা উচিত। প্রিগাবালিন এর সেবন ক্রিয়াটিনিন কাইনেজ বৃদ্ধি করতে পারে। মায়োগ্র্যাথি দেখা দিলে অথবা ক্রিয়াটিনিন কাইনেজ এর মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে প্রিগাবালিন এর সেবন তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা উচিত।

## পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে বিমূর্নি, ঘুমঘুমভাব, শুষ্ক মুখ, ইডিমা, কাঁপসা দৃষ্টি, ওজন বৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক চিন্তা।

## গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

**গর্ভাবস্থায়ঃ** প্রিগাবালিন একটি থ্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি ওষুধ। তাই এটি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এর উপকারীতা ঝুঁকির তুলনায় অনেক বেশি হবে।

স্তন্যদানকালেঃ প্রিগাবালিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। যদিও ইদুরের ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে এটি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এর উপকারিতা ঝুঁকির তুলনায় বেশি।

## শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে প্রিগাবালিন এর কার্যকারিতা পরীক্ষিত নয়।

## অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

প্রিগাবালিন ও অন্যান্য মৃগারোগ বিরোধী ওষুধ যেমন কার্বামাজেপিন, ভ্যালপ্রোয়িক এসিড, লেমোট্রিজিন, ফেনিটোইন, ফেনোবারবিটাল ও টোপিরামেট এর সাথে কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ওরাল কন্ট্রাসেপটিং যেমন নরইথিস্টেরন ও ইথিলিন ইস্ট্রাডিওল এর সাথে প্রিগাবালিন একেসাথে ব্যবহারের ফলে এদের কোন উপাদানের ফার্মাকোকাইনেটিকস এর স্থিতিবস্থা প্রভাবিত হয় না। প্রিগাবালিন ইথানল ও লোরাজিপাম এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে।

## সংরক্ষণ

কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপ্ত অনুযায়ী বিক্রয় ও বিতরণযোগ্য। ৩০° সেন্টিগ্রেড এর কম তাপমাত্রায়, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। আলো থেকে দূরে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## সরবরাহ

**লাইরোজেন সিআর ৮-২.৫ ট্যাবলেটঃ** প্রতি বাক্সে আছে ২ x ১০ টি ট্যাবলেটের ব্রিস্টার স্ট্রিপ।

**লাইরোজেন সিআর ১৬৫ ট্যাবলেটঃ** প্রতি বাক্সে আছে ২ x ১০ টি ট্যাবলেটের ব্রিস্টার স্ট্রিপ।

**লাইরোজেন ২৫ ক্যাপসুলঃ** প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ x ১০ টি ক্যাপসুলের ব্রিস্টার স্ট্রিপ।

**লাইরোজেন ৫০ ক্যাপসুলঃ** প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ x ১০ টি ক্যাপসুলের ব্রিস্টার স্ট্রিপ।

প্রস্তুতকারকঃ

**এভারেষ্ট ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌ লিমিটেড**

বিসিক শিল্প এলাকা, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

লাইরোজেন

লাইরোজেন

লাইরোজেন

লাইরোজেন

লাইরোজেন